রাত পোহালেই গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট যুদ্ধ।

উপজেলা নির্বাচনকে ঘীরে স্থানীয় রাজনীতি ও ভোটারদের মাঝে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। যার বড় অংশজুড়ে রয়েছে প্রার্থী নিয়ে পর্যালোচনা। বর্তমান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল নিয়েই চলছে আলোচনা-পর্যালোচনা।

প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি উপজেলা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ায় গাংনীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে নানা হিসেব নিকেশ।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেলেও সদ্য সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সাংবাদিক সম্মেলন করে সরে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানে ভোটের মাঠে রয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক (আনারস), উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল(হেলিকপ্টার), সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), বিএনপির বহিস্কৃত নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

এছাড়া ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারুক হাসান (টিউবওয়েল), দেলোয়ার হোসেন মিঠু (তালা), রেজাউল হক (চশমা)। তবে ইতোমধ্যে রেজাউল হক প্রতিদ্বদ্বীতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারহানা ইয়াসমীন (হাঁস) আলপনা আক্তার (কলস) ও নাছিমা খাতুন (ফুটবল) প্রতীকে ভোট করছেন।

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, এই উপজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬০ হাজার ৯৬ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার ১

লাখ ৩০ হাজার ২৪৭ ও পুরুষ ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ২৯ হাজার ৮৪৯ জন।

১০৭ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩০ টি ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিকে নির্বাচনকে উৎসবমুখর নিরপেক্ষ ও অবাধ করার জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটার সরাঞ্জাম ও দায়ীত্বে নিয়োজিত, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ নিরাপত্তার সাথে জড়িত সবাইকে ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল ফোর্স হিসেবে ২ প্লাটুন বিজিবি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান টিম টহল দিচ্ছেন।

এদিকে নির্বাচনকে ঘীরে বর্তমানে গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগের রাজনীতিক ও জন প্রতিনিধিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য (এমপি) এএসএম নাজমুল হক সাগর ও সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করলেও সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলীসহ অন্যান্য নেতারা মখলেছুর রহমান মুকুলের পক্ষে নিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন।

অপরপক্ষে গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, এই উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু নিয়েছেন বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের পক্ষে ভোটের মাঠে কাজ করছেন।

নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা বিএনপির ১৩ নেতাকর্মী কারাগারে

নাশকতা মামলার আসামী চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ১৩ নেতাকর্মীর জামিনের আবেদন নাকোচ করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: তৌহিদুল ইসলাম এই জামিনের আবেদন না কোচ করে জেলা করাগারে আটক রাখার আদেশ দেন।

জামিন না পাওয়া নেতাকর্মীরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সহসাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চ, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুবদল নেতা আব্দুর রাজ্জাক, বিএনপি কর্মী হাতেম ও রফিক।

আদালত সূত্রে জানাযায়, দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং ১ তারিখ ২/১১/২৩ ও জিআর ১৪২/২০২৩ নাশকতা মামলার আসামী ছিলেন বিএনপির এসব নেতাকর্মী। এর আগে বিএনপির এসকল নেতাকর্মী উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্ত ছিলেন।

এক মঞ্চে গাংনীর প্রার্থীরা

মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তাসহ মৌলিক ও মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সন্ত্রাস, মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ ও পারস্পারিক সহযোগীতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কাজ করবেন বলে অঙ্গিকার করলেন গাংনীর চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারি প্রার্থীদের নিয়ে “জনগণের মুখোমুখি” অনুষ্ঠানে এই অঙ্গিকার ব্যাক্ত করেন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী আলিয়া মাদ্রাসা

চত্ত্বরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পিএফজির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি রিটানিং অফিসার প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম, নির্বাচন অফিসার কামরুল আহসান, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)র সিরাজুল ইসলাম।

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী, এমএ খালেক, লাইলা আরজুমান বানু শিলা, মোখলেছুর রহমান মুকুল, এ কে এম শফিকুল আলম, জুলফিকার আলী ভূট্টো, অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল, মুকুল জোয়ার্দ্দার।



ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী মো: ফারুক হাসান, মো: দেলোয়ার হোসেন মিঠু, মো: রেজাউল করিম, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থী ফারহানা ইয়াসমিন, নাসিমা খাতুন ও জাকিয়া আক্তার।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর এরিয়া সমন্বয়কারি খোরশেদ আলম, পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলার সমন্বয়ক প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ও পিএফজির সদস্য প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়ীত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে জণগনের প্রশ্নের জবাবে প্রার্থীরা বলেন, নির্বাচিত হলে, উপজেলা পরিষদকে দূর্ণীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করার পাশাপাশি ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, যৌতুকসহ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো। নির্বাচিত হলে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তাদের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করারও প্রতিশ্রম্নতি ব্যাক্ত করেন প্রার্থীরা।

এসময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া কো অর্ডিনেটর হেলাল উদ্দীন, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পিএফজির সদস্য সৈয়দ জাকির হোসেন, করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও পিএফজির সদস্য আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও পিএফজির সদস্য মাহবুবুল আলম, সাংবাদিক ও পিএফজির সদস্য জুলফিকার আলী কাননসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী ৬ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন ভাইসচেয়ারম্যান ও ৩ জন মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী এক অপরের হাতে হাত রেখে দুহাত তুলে সুন্দর ও সোহাদ্যর্পূর্ণ গাংনী গড়ে তোলার অঙ্গিকার করেন।

উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় বিএনপি নেতা ভুট্টো বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ করায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো কে বহিষ্কার করেছে দল।

আজ শনিবার (৪ মে) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদের বহিষ্কারের কথা জানানো হয় বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন জানিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে আপনাকে নির্দেশক্রমে বহিষ্কার করা হলো। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

দল থেকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, আমি এ বিষয়ে জেনেছি। এখনো কোনো চিঠি হাতে পাইনি। তবে এসব বিষয় মাথায় নিয়েই তো আমি নির্বাচনে নেমেছি।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর রুম্মন আহমেদ প্রতীক বরাদ্দ করেন।

এ সময় চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক-আনারস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একেএম শফিকুল আলম-কাপ পিরিচ, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো-কৈই মাছ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল-হেলিকপ্টার, উপজেলা মহিলা আওয়ামী

লীগের আহ্বায়ক লায়লা আরজমান বানু -দোয়াত কলম, আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদুল ইসলাম জুয়েল-ঘোড়া, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন-মোটরসাইকেল ও আওয়ামী লীগ কর্মী মুকুল আহমেদ-শালিক পাখি।

ভাই চেয়ারম্যান পদে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মিঠু-তালা, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেন-টিউবওয়েল এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম-চশমা প্রতিক পেয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং যুব মহিলা লীগ নেত্রী ফারহানা ইয়াসমিন-হাঁস, নাসিমা খাতুন-ফুটবল এবং জাকিয়া আক্তার আলপনা-কলস প্রতীক পেয়েছেন।

চেয়ারম্যান পদে একই প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করায় লটারির মাধ্যমে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গাংনী উপজেলা পরিষদের এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জনসহ মোট ১৪ প্রার্থী প্রতীক নিয়ে আজ থেকে মাঠে লড়বেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে শুধুমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো বিএনপি নেতা। বাকি ১৩ জন প্রার্থী আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপি থেকে বহিস্কৃত বিএনপি নেত্রী রোমানা ইসলাম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন।

আজ রবিবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র আব্দুর রহমান, পৌর মহিলা দলের সাংগাঠনিক সম্পাদক সাবেক কমিশনার বেদেনা খাতুন

উপস্থিত ছিলেন।

এর একদিন আগে শনিবার (২৭ এপ্রিল) বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী তাকে বহিষ্কার করেন।

রোমানা ইসলাম মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও তিনি সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থী ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে রোমানা ইসলাম বলেন, সঙ্গত কারনে বিএনপি এই সরকারের অধীনে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারসহ সকল পর্যায়ের নির্বাচন বর্জন করেছে। তাই দলীয় সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও নির্বাচন বর্জন করলাম।
দলের জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার দলীয় পদ ফিরিয়ে দেওয়ারও আবেদন জানান তিনি।

নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় রোমানা আহমেদকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণে রোমানা আহমেদকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি।গতকাল শুক্রবার বিএনপির সিনিয়ির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড রুহুল কবির রিজভি স্বাক্ষরিত এক পত্রে বহিষ্কারের খবর জানা গেছে।

বহিষ্কারাদেশে বলা হয়েছে, দলীয় নির্দেশনা না মেনে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে রোমানা আহমেদকে বহিষ্কার করা হলো।

রোমানা আহমেদ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, আগামি ৮ মে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনে বিএনপির একসহ ১০ চেয়ারম্যান প্রার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে এক বিএনপি নেতাসহ চেয়ারম্যান পদে ১০ জন, মহিলা ভাইস চেয়ার্যান পদে ৩ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) পদে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামানের স্ত্রী লায়লা আনজুমান বানু শিলা, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. এ কে এম শফিকুল আলম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেসুর রহমান মুকুল, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. রাশেদুল হক জুয়েল, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা যুবলীগ সদস্য ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলাম মুকুল জোয়ার্দার ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো মনোনয়নপত্র জমা দেন।

পড়ুন মেহেরপুরে সদর ও মুজিবনগরে চেয়ারম্যান পদে ৯ জনসহ ১৮ প্রার্থী

এছাড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও সাবেক ছাত্রনেতা জাকিয়া আল্পনা, গাংনী উপজেলা

পরিষদের বর্তমনা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ফারহানা ইয়াসমিন ও নাসিমা খাতুন।

এছাড়া পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন মিঠু, ফারুক হাসান ও রেজাউল করীম দেওয়ান তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ৩ ও পুরুষ ভাইসচেয়ারম্যান পদে ২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুরে সদর ও মুজিবনগরে চেয়ারম্যান পদে ৯ জনসহ ১৮ প্রার্থী

৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ পরিষদের নির্বাচনের প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করার লক্ষে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে এক বিএনপি নেত্রীসহ ৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

এছাড়া চেয়ারম্যান পদে একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করে উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন। গতকাল সোমবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন জমা দেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে জমা দিয়েছেন ৫ জন। তারা হলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান ছোটো, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নিশান সাবের ও শ্রমিক লীগ নেতা হাশেম আলী। ভাইস চেয়ারম্যান পদে আবুল হাশেম ও মো: শাহিন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, যুব মহিলা লীগ নেত্রী সামিউন বাশিরা পলি ও লতিফুন নেছা।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়নের পদত্যাগী চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু ও মাহবুবুর রহমান।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএম জাহিদ হাসান ও মতিউর রহমান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপজেলা যুবমহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা মোছা: তকলিমা ও আফরোজা খাতুন।

এর আগে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে তার পদত্যাগ পত্র জমা দেন। এবং এরপরই উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওই পদটি শুণ্য ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মো: ওয়ালিউল্লাহ এসকল তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ বিশিষ্ঠজনরা যেখানে নামাজ আদায় করবেন

এবারের ঈদুল ফিতরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ও তাদের জনপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন।

তারা তারা নিজ এলাকায় ঈদের নামাজে অংশ নেবেন এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর

পৌরসভার মেয়র মাহফুজর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পুলিশ সুপার মেহেরপুর শহরের পৌর ঈদগাহে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর তার নিজ গ্রামে মহম্মদপুর, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক গাংনী পৌর ঈদগাহ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নিজ গ্রাম তেরাইল ঈদগাহ, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী চৌগাছা ঈদগাহ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন নিজ গ্রাম হিন্দা ঈদগাহ, সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোরাদ হোসেন নিজ গ্রাম করমদি ঈদগাহ, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, মাঠে নামাজ আদায় করবেন।

নামাজ শেষে এসব জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঈদ উপলক্ষে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পুলিশ সুপার সুপার নাজমুল হক মেহেরপুর ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন।